27

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 13 AUG 1996
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

শিক্ষা ক্যাডারের পোস্টিং নিয়ে চলছে দুর্নীতি ও অনিয়ম

ফজলুল বারী

ষোড়শ বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারের পোস্টিং নিয়ে অনিয়ম, অমানবিক হয়রানি ও দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গেছে। ভুক্তভোগীরা অভিযোগ করে বলেছেন, পোস্টিংয়ের ক্ষেত্রে নির্ধারিত নীতিমালা অনুসরণ করা হয়নি। ভাল কলেজে পোস্টিংয়ের ক্ষেত্রে মেধা তালিকা বিবেচনা পায়নি। বিবেচনা পেয়েছে তদ্বিরের জোর আর অন্য কিছু বিধিবহির্ভূত যোগ্যতার দক্ষতা। ইসলামের ইতিহাস শাখায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম এবং বিসিএস (শিক্ষা) পরীক্ষায় সংশ্লিষ্ট শাখায় দ্বিতীয় স্থান অধিকারী ছাত্রকে পোস্টিং দেয়া হয়েছে রাঙ্গামাটির একটি কলেজে। নিয়মনীতি অনুসরণ করা হয়নি মহিলাদের পোস্টিংয়ের ক্ষেত্রেও। সরকারী প্রচলিত কনভেনশন অনুসারে মহিলাদের চাকরির ক্ষেত্রে স্বামীর কর্মক্ষেত্র যেখানে সেখানে পোস্টিং দেয়া হয় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে। অবিবাহিত প্রার্থিনীর ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত নিরাপত্তার স্বার্থে পারিবারিকভাবে থাকার সুযোগ-সুবিধার বিষয়কে বিবেচনা করা হয়নি। এতে করে সম্ভাব্য সামাজিক, পারিবারিক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির বিষয়টি কর্তৃপক্ষ এড়িয়ে গেছেন। সংস্থাপন মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিয়োগ দেবার পর এবারেই প্রথম শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি বিশেষ কমিটির মাধ্যমে পোস্টিং-এর বিষয়টি চূড়ান্ত করা হয়। কমিটির প্রধান, শিক্ষা সচিব আবদুল্লাহ হারুন পাশা অবশ্য অনিয়ম, দুর্নীতির অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে শনিবার জনকণ্ঠকে বলেছেন—তাঁরা কলেজগুলোর শূন্যপদ পূরণের বিষয়েই মনোযোগ দিয়েছেন সর্বাগ্রে। শিক্ষা সচিব বলেন— বেশিরভাগ প্রার্থীই ঢাকায় থাকতে চান। অসন্তুষ্ট ব্যক্তিদের অভিযোগ করাই স্বাভাবিক। তবে তাঁর কাছে কেউ অনিয়ম, দুর্নীতির অভিযোগ করেনি। মহিলা প্রার্থীদের পোস্টিং প্রশ্নে সচিব বললেন, স্বামীর কর্মক্ষেত্রের শহর অথবা আশপাশের শহরের কলেজগুলো এক্ষেত্রে বিবেচনা পেয়েছে। অবিবাহিতা প্রার্থীদের বেলাতেও একই বিবেচনার কথা তিনি উল্লেখ করেন।

১৬শ বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারে উত্তীর্ণ ১২৫২ জনকে ৪ জুলাই নিয়োগ দেয়া হয়। কিন্তু ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে নিয়োগ সম্পর্কিত মন্ত্রণালয়ের অফিস আদেশ না পাওয়ায় ঢাকার বাইরের প্রার্থীরা ঢাকায় খোঁজ নিতে এসে নানা হয়রানির শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। ভুক্তভোগী বেশ কয়েকজন বলেছেন—ঢাকায় এসে তাঁরা দেখেন ভাল কলেজগুলোর পোস্টিং আগেই দেয়া হয়ে গেছে। ঢাকায় পোস্টিং প্রশ্নে গুরুত্ব পেয়েছে মন্ত্রী এবং উর্ধতন পর্যায়ের তদ্বির। ঢাকায় পদ খালি নেই এমন ঢালাও বক্তব্য দেয়া হলেও পরে উচ্চতর তদ্বিরের মাধ্যমে সে সব পদে পোস্টিং দেবার অভিযোগ রয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন সিনিয়র সহকারী সচিব এবং একজন যুগ্মসচিব পুরো পোস্টিং বিষয়ের দেখভাল করেন। এ ব্যাপারে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের একটি দায়িত্বশীল সূত্র বলেছে—তারা শুধু প্রার্থীদের পরীক্ষা নিয়েছে এবং ডাক্তারী পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করেছে। সূত্র বলেছে, উত্তীর্ণ ১২৫২ জনের প্রায় ৭শ' মহিলা। শিক্ষকতায় মহিলা প্রার্থীরা তুলনামূলক ভাল করছেন। কিন্তু এবারেই প্রথম পোস্টিং-এর ক্ষেত্রে বিবাহিত, অবিবাহিত উভয়ক্ষেত্রে মহিলা শিক্ষকদের ন্যাচারাল জাস্টিসের বিষয় অনুসরণ করা হয়নি—যা দুঃখজনক। এই সূত্রের আশঙ্কা, এতে করে মহিলা শিক্ষকদের নিয়োগ দেবার সরকারী সদিচ্ছার উদ্দেশ্যই ব্যাহত হতে পারে।